নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৯-১১-২০২৩ (পৃঃ ১০)

বিরামপুরে আমনের আশাতীত ফলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিরামপুর, দিনাজপুর ॥ শস্যভান্ডার খ্যাত বিরামপুর উপজেলায় বন্যার প্রভাবমুক্ত আমন ধানের বাম্পার ফলন হচ্ছে। আশাতীত ফলন ও অধিক দাম পাওয়ায় কৃষকের মুখে ঝিলিক মারছে আনন্দের আভা।

বিরামপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ফিরোজ আহমেদ জানান, বিরামপুর উপজেলার পৌর এলাকা ও ৭টি ইউনিয়নে এবার ১৭ হাজার ৪৪৫ হেক্টর জমিতে আমন রোপণ করা হয়েছে। আমন রোপণে কৃষি বিভাগ থেকে এবার উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ৭৯০ কৃষককে কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ধানের অধিক দাম ও কৃষি প্রণোদনার সার-বীজ পেয়ে কৃষকরা আগ্রহী হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমন রোপণ করেছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে কৃষকরা সার প্রয়োগ ও নিবিড়ভাবে খেত পরিচর্যায় করেছেন। ফলে বন্যার প্রভাবমুক্ত অনুকূল আবহাওয়ায় দিগন্ত বিস্তৃত আমনের খেতে বাম্পার ফলন হচ্ছে। কৃষকদের রোপণকৃত ধানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গুটি স্বর্ণা, স্বর্ণা-৫, ব্রি-৩৪, ৫১,৭১, ৭৫, ৯০, ৮৭, হাইব্রিড এবং বিনা-১৭ ও ২০ জাত। উপজেলার বগড়া গ্রামের কৃষক আমানুল্লাহ জানান, আগাম জাতের আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। প্রতি বিঘায় ১৫/১৬ মণ হারে ফলন হচ্ছে। চকপাড়া গ্রামের কৃষক সুমন হোসেন জানান, তিনি ২ বিঘা জমিতে আমন রোপণ করেছেন। অনুকূল আবহাওয়ায় তার খেতে আশাতীত ফলনের প্রত্যাশা করছেন। ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম জানান, নতুন আমন ধান বাজারে ১১শ'-১২শ' টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

আমতলীতে পোকার আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আমতলী, বরগুনা থেকে জানান, আমতলী উপজেলার ধানখেতে মাজরা পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। এতে কৃষক দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। পোকা দমনে কৃষকরা খেতে বিভিন্ন প্রকারের কীটনাশক প্রয়োগ করছেন। কিন্তু এতে কাজে আসছে না। দ্রুত এ পোকা দমন করতে না পারলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান কৃষকরা।

জানা গেছে, এ বছর আমতলী উপজেলায় ২৩ হাজার ৫০০ হেক্টর আমনের ধানের জমি চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। বুধবার আমতলী উপজেলার চাওড়া, কুকুয়া ও হলদিয়া ও আঠারোগাছিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, খেতে মাজরা পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। কৃষকরা পোকা দমনে ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক স্প্রে করছেন। মধ্য চন্দ্র গ্রামের কৃষক জাকির মাতুব্বর ও কুকুয়ার কৃষক আব্দুর রব বলেন, মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকার ধানের খেত খেয়ে ফেলছে। এ পোকা দমনে কীটনাশক প্রয়োগ করছি।

পশ্চিম সোনাখালী গ্রামের কৃষক সোহেল রানা বলেন, ধানখেত মাজরা পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। কীটনাশক ব্যবহার করেও পোকা দমনো যাচ্ছে না। কাউনিয়া গ্রামের কৃষক জিয়া উদ্দিন জুয়েল ও নজরুল ইসলাম বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ বছর শেষের দিকে জমিতে বীজ বপন করেছি। তাতে বীজের বৃদ্ধি কম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পোকার আক্রমণে বীজের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তারা আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা বেশি দামে কীটনাশক বিক্রি করছে। আমতলী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ঈছা বলেন, মাঠ পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি অফিসারগণ কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, পোকা দমনে রাইডার প্লাস ও এসিপ্রিড প্লাস প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ গ্রাম হারে মিশ্রণে করে স্প্রে করতে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।